بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ১০ জানুয়ারী ২০২০ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন দেশের জামা'তগুলোর যে অবস্থান বর্ণনা করেছিলাম তাতে বলেছিলাম, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জামা'তের মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ জামা'ত; কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, এই তথ্য ভুল ছিল। প্রথম স্থানে রয়েছে অল্ডারশা জামা'ত আর ইসলামাবাদ জামা'ত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। এই সংশোধনীর প্রয়োজন ছিল তাই আমি সর্বাগ্রে এটিকেই নিয়েছি। অল্ডারশা জামা'ত অনেক কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করছে, মাশাআল্লাহ্। আর বিশেষভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ্ অল্ডারশা এর প্রেসিডেন্ট আমাকে লিখেছেন যে, কীভাবে কতেক মহিলা অসাধারণ কুরবানী করেছেন। তাদের কুরবানী বা ত্যাগের স্পৃহা দৃষ্টান্তপূর্ণ। আল্লাহ্তা'লা তাদের ধনসম্পদ এবং জনবলে বরকত দান করুন। গত খুতবায় আমি সাধারণত দরিদ্রদের এবং দারিদ্রকবলিত দেশসমূহে বসবাসকারীদের কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, যেন ধনীদের মধ্যেও এই চেতনা সৃষ্টি হয় আর তারাও যেন কুরবানীর মর্ম অনুধাবন করে; নতুবা আল্লাহ্তা'লার কৃপায় এসব উন্নত দেশেও অনেক এমন মানুষ আছেন যারা জাগতিক চাহিদা বা প্রয়োজনাদীকে উপেক্ষা করে কুরবানী করে থাকেন।

এবার আমি আজকের খুতবার বিষয়বস্তুর দিকে আসছি, তা হলো ধারাবাহিকভাবে বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ। গত খুতবার আগের (খুতবায়) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর কিছুটা বাকি রয়ে গিয়েছিল। আজও তারই স্মৃতিচারণ করব। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি উদ্ধৃতির সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে, যা গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম। যা আমি প্রথমে বর্ণনা করবো এবং এরপর বাকি স্মৃতিচারণ হবে।

২৭শে ডিসেম্বরের খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)'র পরিচিতিতে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, মহানবী (সাঃ) হযরত সা'দ এবং তুলায়েব বিন উমায়ের (রাঃ)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন– যিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। আর ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সাঃ) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ এবং হযরত আবু যার গাফ্ফারী (রাঃ)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করিয়েছিলেন, কিন্তু অনেকের এ বিষয়ে দ্বিমতও রয়েছে। যাহোক, আসল বিষয়টি এরূপ নয়। ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এই উল্লেখ মূলত হযরত মুনযের বিন আমর বিন হুনাইস এর প্রসঙ্গে ছিল। যে গ্রন্থ থেকে এই (উদ্ধৃতি) সংগ্রহ করা হয়, রিসার্চ সেল (এর কর্মীরা) স্বয়ং লিখেছে যে, সেখানে তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)'রও উল্লেখ ছিল, কাজেই রিসার্চ সেল এর পক্ষ থেকে ভুলক্রমে এই বাক্য হযরত সা'দ এর বরাতেও বর্ণনা করা হয়েছে বা লিখে দেওয়া হয়েছে, যদিও হযরত মুনযের বিন আমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এই উল্লেখ রয়েছে, যা আমি গত বছরের শুরুতে ২৫শে জানুয়ারির খুতবায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। যাহোক, এটি ছিল একটি সংশোধনী। এরপর যে আলোচনা চলছিল তা হলোঃ-

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের ঘটনা যখন ঘটে তখন মহানবী (সাঃ) উয়েইনা বিন হিছন-কে মদিনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রণিধান করেন এই শর্তেযে, গাতফান গোত্রের যেসব মানুষ তার সঙ্গে আছে, সে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সবাইকে বাদ দিয়ে মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)'র কাছে (এ বিষয়ে) পরামর্শ কামনা করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ খন্দকের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায় হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ-

এ দিনটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক, উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কাজনক দিন ছিল। আর এই অবরোধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছিল মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিও অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যদিও তাদের হৃদয় বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু শরীর যেহেতু প্রাকৃতিক বিধান (অনুযায়ী) উপকরণের ওপর নির্ভরশীল তাই তা দুর্বল বা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে। বিশ্রাম এবং খোরাকের প্রয়োজন রয়েছে। অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে অবিশ্রামও ছিল, খোরাকের চাহিদাও যথাযথভাবে পূর্ণ হচ্ছিল না, এজন্য ক্লান্তি-শ্রান্তি দেখা দিচ্ছিল, দুর্বলতাও সৃষ্টি হচ্ছিল, (কেননা) দেহের

জন্য এগুলো হলো প্রকৃতিগত চাহিদা। মহানবী (সাঃ) যখন এরূপ অবস্থা অবলোকন করেন তখন তিনি আনসাদের নেতা সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ)কে ডেকে, তাদেরকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পরামর্শ কামনা করেন যে, এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? যদি তোমরা চাও তাহলে এটিও হতে পারে যে, গাতফান গোত্রকে মদিনার রাজস্ব হতে কিছু অংশ দিয়ে এই যুদ্ধ রহিত করা যায়। সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন আবি উবাদাহ্ (রাঃ) সহমত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! এ সম্পর্কে যদি আপনার প্রতি খোদার কোন ওহী হয়ে থাকে তাহলে তা-ই শিরোধার্য। এমন পরিস্থিতিতে আপনি অবশ্যই সানন্দে সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করুন। তিনি (সাঃ) বলেন, না; এ সম্পর্কে আমার প্রতি কোন ওহী হয় নি, আমি তো শুধু আপনাদের কষ্টের কারণে পরামর্শ হিসেবে (এটি) জানতে চাচ্ছি। তখন উভয় সা'দ উত্তর দেন যে, তাহলে আমাদের পরামর্শ হলো, আমরা যখন মুশরিক অবস্থায়ই কখনো কোন শত্রুকে কিছু দেইনি, তাহলে এখন মুসলমান হয়ে কেন দেব? আমরা তাদেরকে তরবারির তীক্ষ্ণ (আঘাত) ছাড়া আর কিছুই দেব না। যারা মদিনার আসল বাসিন্দা, মহানবী (সাঃ)এর সেসব আনসারের ব্যাপারেই দুশ্চিন্তা ছিল, আর এই পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর (সাঃ)এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত এটিই ছিল যে, আনসারদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যে তারা এই বিপদাপদে আবার উদ্বিগ্ন নয় তো? যদি তারা উদ্বিগ্ন হন তাহলে তাদের মনস্তুষ্টি করা হোক। তাই তিনি (সাঃ) সানন্দ্যে তাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, এরপর যুদ্ধের সিদ্ধান্তও বলবৎ থাকে।

খন্দকের যুদ্ধের অবস্থার সময় আবু সুফিয়ান এই কূটকৌশল অবলম্বন করে যে, বনু নযীর গোত্রের ইহুদী নেতা হুঈ বিন আখতাবকে নির্দেশদেয়, সে যেন রাতের আঁধারে বনু কুরায়যার দুর্গ অভিমুখে যায় আর তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ এর সাথে মিলিত হয়ে বনু কুরায়যাকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। অতএব, হুঈ বিন আখতাব সুযোগ বুঝে কা'ব এর বাড়িতে পৌঁছে যায়। প্রথমে তো কা'ব তার কথা শুনতে অস্বীকার করে এবং বলে, মুহাম্মদ (সাঃ)এর সাথে আমাদের দৃঢ় চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে আর মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বদা পরম বিশ্বস্ততার সাথে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, তাই আমি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কিন্তু হুঈ তাকে এমন প্রলোভন দেখায় এবং অচিরেই ইসলামের নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হওয়ার এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করে, অবশেষে সে সম্মত হয় আর এভাবে বনু কুরায়যার শক্তিও তাদের অনুকূলে এসে যুক্ত হয়। বনু কুরায়যার এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যখন মহানবী (সাঃ) জ্ঞাত হন তখন তিনি প্রথমে ২-৩ বার একান্ত গোপনে যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)কে অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেন এরপর রীতিমত অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয, সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবীদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল বনু কুরায়যা-র কাছে প্রেরণ করেন আর তাদেরকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যদি কোন আশঙ্কাজনক সংবাদ থাকে তাহলে ফিরে এসে প্রকাশ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না বরং আকার-ইঙ্গিতে কাজ করবে যাতে সাধারণ্যে বা মানুষের মাঝে ত্রাস বা শঙ্কা সৃষ্টি না হয়। তারা যখন বনু কুরায়যার নিবাসে পৌঁছেন এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ এর কাছে যান তখন সেই দুর্ভাগা তাদের সঙ্গে চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর সা'দাঈন অর্থাৎ উভয় সা'দ তাদের পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ করলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা দম্ভ ভরে বলে, 'যাও মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই'। একথা শোনার পর সাহাবীদের দলটি সেখান থেকে উঠে চলে আসেন আর সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সকাশে উপস্থিত হয়ে যথারীতি মহনাবী (সাঃ)কে অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন।

বনু কুরায়যা-র যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) অনেকগুলো উটের ওপর খেজুর বোঝাই করে মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের জন্য তা প্রেরণ করেন, সেসময় যা তাঁদের সবার আহার্য ছিল। তখন মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, খেজুর কতই না উত্তম খাদ্য।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যখন সেনাবাহিনী মক্কাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন মহানবী (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, কোন সড়কের প্রান্তে আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, যেন সে ইসলামী বাহিনী এবং তাদের আত্মোৎসর্গ প্রত্যক্ষ করতে পারে। হযরত আব্বাস (রাঃ) তা-ই করেন। আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের সামনে দিয়ে একের পর এক আরবের গোত্রগুলো অতিক্রম করতে থাকে, যাদের সাহায্যের ওপর মক্কা ভরসা করে ছিল। দলের পর দল অতিক্রম করছিল। তখনই আশজা' গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে। ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং এর জন্য উৎসর্গিত হওয়ার উদ্দীপনা তাদের চেহারায় সুস্পষ্ট ছিল এবং তাদের জয়ধ্বনি থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বলে, আব্বাস! এরা কারা? আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরা আশজা' গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে আব্বাস (রাঃ)'র প্রতি তাকিয়ে বলে, গোটা আরবে এদের চেয়ে বড় কোন শত্রু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ছিল না। আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটি খোদাতা'লার কৃপা যে, তিনি যখন চেয়েছেন তখন তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা প্রবেশ করেছে। সবার শেষে মহানবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের বাহিনীকে সাথে নিয়ে অতিক্রম করেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার এবং তাদের আপাদমস্তক লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) তাদের কাতার সোজা করছিলেন। ইসলামের জন্য এই পুরোনো নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উদ্দীপনা এবং সংকল্প আর উদ্যম তাদের চেহারা থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিল। তাদেরকে দেখে আবু সুফিয়ানের হৃদয় কেঁপে উঠে। সে জিজ্ঞেস করে, আব্বাস! এরা কারা? আব্বাস

(রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) স্বয়ং আনসার ও মুহাজিরদের বাহিনীসহ যাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান উত্তরে বলে, এই সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কার আছে! এরপর সে হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করে বলে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বাদশাহ্ হয়ে গেছে। আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখনও কি তোমার হৃদয়ের দৃষ্টি উন্মোচিত হয় নি? এটি রাজত্ব নয়, এটি তো নবুয়ত। আবু সুফিয়ান বলে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, নবুয়তই হলো। এই বাহিনী যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আনসারদের কমান্ডাররা ও নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেন, আজ খোদা তা'লা আমাদের জন্য তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ করা সঙ্গত করে দিয়েছেন। আজ কুরাইশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে। মহানবী (সাঃ) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তখন সে উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)!আপনি কি স্বজাতিকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন?এইমাত্র আনসারদের নেতা সা'দ এবং তার সঙ্গীরা একথাই বলছিল। তারা উচ্চস্বরে একথাই বলছিল যে, আজ লড়াই হবে আর মক্কার পবিত্রতা আজ আমাদেরকে লড়াই থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর আমরা কুরাইশদের লাঞ্ছিত করেই ছাড়ব। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান, সবচেয়ে বেশি দয়ালু এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি। আজ আপনি কি আপনার জাতির কৃত অন্যায় অত্যাচারকে উপেক্ষা করবেন না? আবু সুফিয়ানের এই অভিযোগ এবং অনুনয় শুনে মহানবী (সাঃ) বলেন, আবু সুফিয়ান! সা'দ ভুল বলেছে। আজ কৃপার দিন। আজ আল্লাহ্‌তা'লা কুরাইশ এবং কাবা গৃহকে সম্মান দান করবেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) একজনকে সা'দের কাছে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমার পতাকা তোমার পুত্র কায়েসকে দিয়ে দাও কেননা, তোমার স্থলে সে আনসার বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে। এভাবে তিনি (সাঃ) তাঁর কাছ থেকে পতাকা নিয়ে নেন আর তার পুত্রের হাতে তুলে দেন। এভাবে তিনি মক্কার লোকদেরও মনরক্ষা করেন আর আনসারদেরও মনঃকষ্ট পাওয়া থেকে নিরাপদ রাখেন। এছাড়া সা'দের পুত্র কায়েস-এর ওপর মহানবী (সাঃ)এর পূর্ণ আস্থা ছিল। কেননা কায়েস অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন।

হুনায়েনের যুদ্ধ অষ্টম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে যে গনিমতের মাল লাভ হয় তা মহানবী (সাঃ) মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আনসাররা তাদের হৃদয়ে, এই বিষয়ে কষ্ট অনুভব করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই গোত্র আপনার সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করছে, তিনি (সাঃ) বলেন, নিজ জাতিকে এই বৃত্তে সমবেত কর। সবাই যখন একত্রিত হয় তখন মহানবী (সাঃ) তাদের কাছে যান এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করার পর বলেন, হে আনসারের দল! তোমাদের সম্পর্কে আমি এসব কী শুনছি, তোমাদেরকে (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ না দেয়ার কারণে তোমরা নাকি অসন্তুষ্ট? আমি যখন তোমাদের মাঝে এসেছি তখন তোমরা কি পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়েত দিয়েছেন। তোমরা কি অভাব-অনটনের শিকার ছিলেনা? এরপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিত্তবান করে দিয়েছেন। তোমরা কি পরস্পরের শত্রু ছিলে না? আর আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তিনি (সাঃ) বলেন, খোদার কসম! তোমরা চাইলে একথাও বলতে পারতে, আর তা সত্য হতো আর তোমাদের কথার সত্যায়নও হয়ে যেতো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি। আপনার স্বজনেরা আপনাকে পরিত্যাগ করেছিল, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি এমন অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছিলেন যখন মানুষ আপনাকে বহিষ্কার করেছিল, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন বলে আমরা আপনার সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী স্থাপন করেছি-এসব কথা বলার পর তিনি (সাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে এই এই উত্তর দিতে পারতে। অতঃপর বলেন,হে আনসারের দল! তোমরা কি পার্থিব এই তুচ্ছ বা নগণ্য সম্পদের জন্য দুঃখ অনুভব করেছ, যা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে তাদেরকে প্রদান করেছি। তা আমি সেই জাতির মনস্তুষ্টির জন্য দিয়েছি।যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে আর ইসলামকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছি। হে আনসাদের দল! তোমরা কি এতে আনন্দিত নও যে, মানুষ ছাগল-ভেড়া এবং উট নিয়ে যাবে আর তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে সাথে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরবে?এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার করায়ত্বে মুহাম্মদ (সাঃ)এর প্রাণ, যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম আর যদি সব মানুষ এক উপত্যকা দিয়ে যায় আর আনসাররা অন্য উপত্যকা দিয়ে যায় তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকাকেই বেছে নিব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্রতি কৃপা কর এবং আনসারদের সন্তানদের প্রতি এবং আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও (তুমি দয়া কর)। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সেখানে উপস্থিত আনসারদের সবাই কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি তাদের শ্মশ্রু তাদের অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে যায়। আর তারা বলেন, বণ্টন ও অংশ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর প্রতি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ আপনি যেভাবে বণ্টন করেছেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের জন্য আপনিই যথেষ্ট।

বিদায় হজ্জের জন্য মদিনা থেকে সফর করে মহানবী (সাঃ) যখন হজ্জের স্থানে পৌঁছেন তখন সেখানে তাঁর বাহন হারিয়ে যায়। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ যখন এ কথা শুনেন তখন তার পুত্র কায়েসকে

সাথে নিয়ে আসেন, তাদের উভয়ের সাথে একটি উট ছিল, যার ওপর পাথেয় ছিল অর্থাৎ সফরের সমস্ত মালপত্র সেটির পিঠে বোঝাই করা ছিল। তারা যখন মহানবী (সাঃ)এর সেবায় উপস্থিত হন তখন তিনি (সাঃ) তাঁর বাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য ততক্ষণে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর (সাঃ) জিনিপত্রসহ হারানো উট ফেরত দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমরা জানতে পেরেছি, আপনার জিনিপত্রসহ একটি উটনী হারিয়ে গেছে। আমাদের এই বাহন সেটির পরিবর্তে (আপনি গ্রহণ করুন)। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা সেই উটনী আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সেই হারানো উটনী পাওয়া গেছে, তোমরা উভয়ে তোমাদের বাহন ফেরত নিয়ে যাও, আল্লাহ্‌ তোমাদের উভয়কে বরকতমণ্ডিত করুন।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী (সাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস আর হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)এদের সবাইকে সাথে নিয়ে তার অসুস্থতার খবর নিতে যান। তার কাছে পৌঁছলে তিনি (সাঃ) তাকে পরিবার-পরিজনের মাঝে পরিবেষ্টিত দেখেন। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, সে কি মারা গেছে? তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! তিনি মারা যান নি। যাহোক,মহানবী (সাঃ) নিকটে যান এবং তার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেন। মহানবী (সাঃ)কে কাঁদতে দেখে অন্যরাও কাঁদতে আরম্ভ করে। এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, শোন! চোখের অশ্রু প্রবাহিত হলে আল্লাহ্‌ শাস্তি দেননা আর হৃদয় ব্যাথিত হলেও না। তিনি (সাঃ) নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলেন, বরংএর কারণে তিনি শাস্তি দিবেন বা কৃপা করবেন। এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, আর মৃতের জন্য তার পরিবারের বিলাপ করার কারণে তার শাস্তি হয়। বিলাপ করা অন্যায়।

হযরত আবু উসায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আনসার পরিবারগুলোর মাঝে উত্তম পরিবার হলো বনু নাজ্জার, এরপর বনু আব্দে আশ্‌আল, এরপর বনু হারেস বিন খাযরাজ, এরপর বনু সায়েদা। আর আনসারদের সকল পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। একথা শুনে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ), যিনি ইসলামে উচ্চমর্যদার অধিকারী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি মনে করি, মহানবী (সাঃ) তাদেরকে আমাদের চেয়ে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। তখন তাকে বলা হয়, মহানবী (সাঃ)তো আপনাকেও অনেক মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) এই দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্‌! আমাকে প্রশংসাযোগ্য বানিয়ে দাও এবং আমাকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বানাও।'

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীসে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) একবার তাকে বলেন, অমুক গোত্রের সদকার নিগরানী বা তত্ত্বাবধান কর, কিন্তু লক্ষ্য রাখবে, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন উপস্থিত না হও যে, নিজের কাঁধের ওপর কোন প্রাপ্তবয়স্ক উট চাপানো রয়েছে আর সেটি কিয়ামতের দিন (বিকট) চিৎকার করতে থাকবে। মোটকথা, **নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ককে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সুবিচার করতে হবে আর কোন ধরনের আত্মসাৎ বা বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং সুবিচার করা না হয়, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা না হয় তাহলে এটি অনেক বড় পাপ, আর কিয়ামত দিবসে এজন্য জবাবদিহি হতে হবে।** হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ (রাঃ) এ কথা শোনার পর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! তাহলে এই দায়িত্ব অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করুন। তিনি (সাঃ) এরপর এ কাজের দায়িত্বভার তার প্রতি অর্পণ করেন নি। মহানবী (সাঃ) এর যুগে ছয়জন আনসার সাহাবী পবিত্র কুরআন সংকলন করেছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্‌ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ) বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রসিদ্ধ হাফেয ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সাদ বিন উবাদার নাম পাওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদার সম্পর্কে অল্প কিছু বিবরণ রয়ে গেছে, তা ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীতে উল্লেখ করা হবে।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
10 January 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org